بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'ঈমান একটি অঙ্কুর এবং এর সেচন ব্যবহারিক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব তাই ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপূরণের জন্য ব্যবহারিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আছে। যদি ঈমানের সাথে আমল বা ব্যবহারিক প্রচেষ্টা সম্পৃক্ত না হবে তো অঙ্কুর শুষ্ক হয়ে যাবে, বিনষ্ট হয়ে যাবে। মোমিনের কর্ম হোল ব্যবহারিক চেষ্টার সাথে সাথে অনুশোচনার দিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করা, অর্থাৎ প্রত্যেক সংকটময় মুহূর্তে ও পরীক্ষার মুহূর্তে আল্লাহতাআলার দিকে নতমস্তক হয়ে নিজ দুর্বলতা প্রকাশ করে আবার সৎকর্মের মাধ্যমে স্বীয় সংশোধনের ধারা অব্যাহত রাখা। ধৈর্য, দোয়া এবং নিজ কর্মমাধ্যমে আল্লাহতাআলার কৃপারাজিকে নিজের মধ্যে প্রবিষ্টকারীতে পরিণত হয়ে যাও এবং যখনই সংকটের সময় অতিবাহিত করো, যখনই সমস্যাবলী উপস্থিত হয় তখনই 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পাঠকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহতে প্রদত্ত ২রা অক্টোবর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- وَلَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَالۡجُوۡعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ۙ﴿۱۵۶﴾ الَّذِیۡنَ اِذَاۤ اَصَابَتۡہُمۡ مُّصِیۡبَۃٌ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾

এই আয়াতের অনুবাদ হল,- "আর আমরা কিছুটা ভয়ভীতি ও ক্ষুধা এবং কিছুটা ধন সম্পদ, প্রাণ ও ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয় 'আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো।"

এই আয়াতে মোমিনদের উদ্দেশ্যে এই বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা সংকটাবলী এবং সমস্যাবলীর অথবা কোন প্রকারের ক্ষতির সম্মুখীণ হলে প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহতাআলা বলেন যে,-'একজন প্রকৃত মোমিন (সৎকর্মশীল) ঐ মুহূর্তে চিহ্নিত করা যায় যে মুহূর্তে তার মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান পরিলক্ষিত হয়। সৎকর্মশীলদেরকে কখনও ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীণ হতে হয় আবার কখনও জামাতীয়ভাবে ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে পরন্তু প্রকৃত মোমিন বা সৎকর্মশীল ব্যক্তি সর্ব প্রকার ক্ষতি হতে আল্লাহতাআলার সম্মতি প্রাপ্তির মাধ্যমে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার বেরিয়ে আসা উচিৎও। এই বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর বিভিন্ন লেখনী বা নিবন্ধ এবং বিবৃতি দ্বারা বড়ই বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এই বিষয়টি বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন যে,- আকস্মিক দুর্যোগকে মন্দ ধারনা করা অনুচিত কারণ এরূপ মান্যকারী মোমিন হতে পারে না। তিনি (আঃ) বলেন যে,- এই কষ্ট যখন রসূলদের উপর আসে তখন তাঁদেরকে পুরস্কারের সংবাদ দেওয়া হয় কিন্তু এরূপ কষ্ট যখন দুষ্টদের উপর পতিত হয় তখন তাদেরকে ধ্বংস কর দেয়। অতএব দুর্যোগময় স্থিতিতে 'কালু ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' পাঠ করা উচিৎ এবং কষ্টের মুহূর্তে খোদাতাআলার সম্মতি যাচনা করা উচিৎ। তিনি (আঃ) আরও বলেন যে,-মোমিনের জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত, যে মোমিন ব্যক্তি সৎ কর্ম করে তার জন্য সুপ্রতিফল নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু ধৈর্য্য এমন একটি জিনিস যার পুণ্যফল প্রচুর ও অগৌন্তিক। (পুণ্যের প্রতিফল আছে কিন্তু ধৈর্য্যের প্রতিফল আরও বেশী) খোদাতাআলা বলেন যে,- এই সকল মানুষই ধৈর্য্যশীল এবং এরাই খোদাকে বুঝেছে। খোদাতাআলা এই ধরনের মানুষের জীবনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যারা ধৈর্য্যের অর্থ বুঝে নিয়েছে। কখনও তিনি মোমিনের প্রার্থনাকে গ্রহণ করে নেন যেমন বলেছেন, اُدۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَکُمۡ এবং কখনও তিনি মোমিনের দ্বারা তাঁর কোন কথাকে মান্য করাতে চান, সুতরাং তিনি বলছেন, وَلَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ অতএব এই বিষয়টি বুঝে নেওয়াই ন্যায়সঙ্গত হবে যে সে কোন একটি বিষয়ে অতিশয় জোর না দেয়।

তিনি বলেন যে,- সংকটময় মুহূর্তে বিষন্ন বা দুঃখীত হওয়া উচিৎ নয় কারণ সে নবীর চাইতে বড় নয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হল সংকটের মুহূর্তে একটি প্রেমের প্রস্রবণ প্রবাহিত হতে থাকে। মোমিনের জন্য কোন সংকট হয় না যা হতে তাকে সহস্র ধরনের স্বাদ অনুভূত না হয়। আবার তিনি (আঃ) বলেন যে,- খোদার প্রিয়দেরকে গুনাহর কারণে সংকটের সম্মুখীণ হতে হয় না বরং মোমিনের প্রতিভা সংকট দ্বারাই প্রস্ফুটিত হয় সুতরাং দেখুন, রসূল করীম (সাঃ) কে দেখুন, সংকট ও সাহায্যের যুগগুলিতে তাঁর (সাঃ)এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে বিকশিত করা হয়েছে। যদি রসূল করীম (সাঃ)কে কষ্ট না দেওয়া হোত তবে আমরা তাঁর (সাঃ)এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বিবরণ উপস্থাপন করতাম কিভাবে? মোমিন এর কষ্টাবলীকে অন্যেরা অবশ্যই কষ্ট বলতে পারে পরন্তু মোমিন এটিকে কষ্ট বলে মনে করে না। তিনি (আঃ) বলেন,- এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মানুষ সত্য এবং অনুশোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং অনুশোচনা দ্বারা সে নূতন জীবন লাভ করে তা বোঝা উচিৎ, এবং যদি অনুশোচনার সুফল পেতে চাও

তাহলে ব্যবহারিক চেষ্টার দ্বারা অনুশোচনা পরিপূরণ করো। ঈমান একটি অঙ্কুর এবং এর সেচন ব্যবহারিক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব তাই ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপূরণের জন্য ব্যবহারিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আছে। যদি ঈমানের সাথে আমল বা ব্যবহারিক প্রচেষ্টা সম্পৃক্ত না হবে তো অঙ্কুর শুষ্ক হয়ে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আবার তিনি (আঃ) বলেন যে,- তুমি সৎকর্মশীল হওয়ার পরিস্থিতিতে দুর্যোগ বা সংকটকে মন্দ ভেবে নিও না, এবং জেনে রেখ মন্দ সেই অনুভব করবে যে পূর্ণ মোমিন নয়। কোরআনে বর্ণিত আছে যে, আমরা তোমাদেরকে কখনও বস্তু দ্বারা বা প্রাণ দ্বারা বা সন্তান দ্বারা অথবা ধনসম্পদের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা নেব পরন্তু যে এই সমস্ত মুহূর্তগুলিতে ধৈর্য্য ধারন করবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রদানকারী হবে তাহলে তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য আল্লাহতাআলার করুণার দ্বার উন্মোচন করা হবে এবং তাদের উপর খোদার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে যারা এমন সময়ে বলে ওঠে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন'। অর্থাৎ আমরা এবং আমাদের নিমিত্তে সমস্ত সামগ্রী খোদার নিকট হতে প্রাপ্য এবং অবশেষে তা খোদার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। কোনও প্রকারের ক্ষতিসাধনের দুঃখ তাদের হৃদয়কে মলিন করে না, এবং তারা আল্লাহতাআলার সম্মতির বেষ্টনীতে বাস করতে থাকে। এরূপ মানুষ ধৈর্য্যশীল হয়ে থাকে এবং এমন ধৈর্য্যশীলদের জন্য খোদা অফুরন্ত পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আবার তিনি বলেন যে,- কিছু মানুষ আল্লাহাতালরার উপর দোষারোপ করে যে তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন না, অথবা ওলীআল্লাহদের উপর কদুক্তি করে যে, অমুক ওলীর দোয়া গৃহীত হয়নি। তিনি বলেন,- প্রকৃতপক্ষে সে এলাহী বা ঐশ্বরীক বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত: এরূপ মন্তব্য করে বসে। যে ব্যক্তি খোদার এরূপ স্থিতি সম্পর্কে অবগত সে ঐশী বিধি-নিয়ম সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন থাকবে। আল্লাহতাআলা মান্য করা এবং মান্য করানোর পদ্ধতির দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন তা স্বীকার করাটাই বিশ্বাস বা ঈমান হবে। তুমি এমনটি হয়ো না যে এর মধ্যে কোন একটির উপর অতিশয় জোর দাও। এমনটি না হয় যে, তুমি খোদাতাআলার বিরোধীতা করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানকে চূর্ণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। তিনি বলেন,- মানবজাতির উদ্দেশ্যে উন্নতির দুটি মাত্র পন্থা আছে। প্রথমত: মানুষ বিধানসম্মত নিয়মাবলী যেমন নামাজ, রোজা,যাকাত, হজ্জ্ব ইত্যাদি কষ্টসাধ্য কর্ম শরীয়তের বাধ্যবাধকতাকে যা কিনা আল্লাহর আদেশের অন্তর্ভূক্ত তা স্বয়ং পালন করে থাকে পরন্তু যেহেতু এ সমস্ত বিষয়াবলী মানুষের নিজ অধীনে থাকে তাই কখনও কখনও সে দুর্বলতা ও আলস্য করে বসে এবং কখনও তাতে কোন সহজ পন্থা বা স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নেয় এই কারণেই আল্লাহতাআলা মানবজাতির সম্পূর্ণতাকল্পে এক ভিন্ন পন্থা ধার্য্য করেছেন এবং বলেছেন যে, আমরা তোমাদের পরীক্ষা নিতে থাকবো কখনও কোন ভীতি সাধনের মাধ্যমে কখনও দারিদ্রতার মাধ্যমে আবার কখনও প্রাণ-সম্পদ ও ফলাদীর ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে পরন্তু ঐ সমস্ত সমস্যা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ়চিত্তে ধৈর্য্যধারণ করে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' পাঠকারীকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য বিশাল পরিমাণে খোদার কৃপা ও সুফল এবং তার বিশেষ পুরস্কার নির্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং এই কথাটি আমাদের সর্বসময় স্মরণে রাখা উচিৎ যে, না আমাদের নিজ অন্তরে কখনও এরূপ ধারণা জন্মে যে খোদাতাআলা কি কারণে বিরাট ক্ষতি ও সমস্যার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অতিবাহিত করাচ্ছেন এবং না কোন বিরোধীর ঠাট্টাবিদ্রুপকারীর এ কথায় যে, আল্লাহতাআলা যদি তোমাদের সমর্থনে আছেন তবে তোমাদের ক্ষতি কিভাবে হল আমরা বিচলিত না হয়ে পড়ি।

এই বার্তা বা বাণীতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের সম্মুখে যে বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বা তথ্য আছে তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন যে, সর্বদা স্মরণ রেখো যে, কষ্ট এবং সংকট যখন রসুলদের উপর বা আল্লাহতাআলার প্রিয় পাত্রদের উপর পতিত হয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষীতে নবীদের জামাতের উপরও আসে যারা কিনা তাঁর সঠিক শিক্ষার উপর পরিচালিত হয়ে থাকে, এই পরিস্থিতিতে আল্লাহতাআলা তাদের কোন কঠিন সমস্যা বা সংকটে পতিত করার নিমিত্তে বা কোনরূপ শাস্তি দেওয়ার জন্য কষ্টে ফেলেন না বরং তাদেরকে পুরস্কাররাজির সুসংবাদ দেন এবং যখন এই প্রকারের কষ্ট, সংকট খোদাতাআলার পক্ষ হতে রসূল ও তার জামাতের বিরোধীদের উপর নিপতিত হয় ও মন্দ লোকের উপর পড়ে তো সেটি তাদের জন্য ধ্বংসস্বরূপ হয়ে থাকে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলে। আবার তিনি বলেন,-দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যধারনকারীরাই আল্লাহতাআলার অফুরন্ত ও সীমাতীত পুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

অতএব একজন মোমিনের 'ধৈর্য্যের' সঠিক অর্থ অবলোকন করার প্রয়োজন। ধৈর্য্যের অর্থ এ নয় যে, মানুষ কোন ক্ষতির জন্য দুঃখীত না হয় বরং এর অর্থ এই যে, কোন ক্ষতি বা কোন কষ্টতে দুঃখভারাক্রান্ত বা ভেঙ্গে না পড়ে এবং যার ফলে নিজ চেতনা ও সংজ্ঞাহীণ হয়ে না পড়ে তথা হতাশ হয়ে বসে না পড়ে এবং নিজস্ব ব্যবহারিক শক্তিকে কাজে না লাগায়। সুতরাং একটি সীমা পর্যন্ত দুঃখপ্রকাশ তো চলে বা প্রযোজ্য এবং করা উচিৎও বটে, কোন ক্ষতিসাধিত হওয়ার পর একটি নূতন অঙ্গীকারের সাথে পরবর্তী গন্তব্যস্থলে পদচারণে পূর্ব হতে অধিক মাত্রায় চেষ্টা ও অঙ্গীকার এবং তার বাস্তবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার এও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ধৈর্যশীলদেরই দোয়ার বাস্তবিকতা জানা থাকে। কখনও খোদাতাআলা তাৎক্ষণিকভাবে দোয়া গ্রহণ করে নেন আবার কখনও আল্লাহতাআলা কোন বিশেষ কারণ বশত: দোয়া গ্রহণ করেন না কিন্তু মোমিন বা সৎকর্মশীলদের কর্ম হল সর্ব পরিস্থিতিতে আল্লাহতাআলার সম্মতিতে একমত থাকা এবং আল্লাহতাআলার কোন প্রতিক্রিয়াতে কৃতজ্ঞতা প্রদান করা। এটাই প্রকৃত ধৈর্য্য এবং যদি এরূপ ধৈর্য্যের পরিস্থিতি সম্ভব হয় তখন আল্লাহতাআলা স্বীয় বান্দা বা ভক্তের উপর প্রচুর কৃপাবর্ষণ করেন, পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করেন। তিনি (আঃ) বলেন যে,- খোদাতাআলার প্রকৃত ভক্তরা সংকটময় পরিস্থিতিতেও স্বাদ অনুভব করতে থাকে কারণ তাদের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে যে ঐ সমস্ত দুর্যোগের পশ্চাতেও আল্লাহতাআলার বহু পুরস্কার ও

কৃপারাজি আগমন করছে। সুতরাং তিনি বলেন যে, মোমিনদের জানা উচিৎ সমস্যা ও কষ্ট তাদের উপর কোন পাপের কারণে পৌঁছায় না বরং আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে এক ধরনের পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে যাতে পৃথিবীও অবগত হতে পারে যে খোদাতাআলার ভক্তরা সকল প্রকার পরিস্থিতে আল্লাহতাআলার সম্মতিতে সহমত থাকে। তিনি বলেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহতাআলার সবচেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন বা আছেন তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর অস্তিত্ব ছিল অধিকন্তু তাঁকেও বহুল কষ্টের সম্মুখীণ হতে হয়েছিল বরং ব্যক্তিগত কষ্টও পৌঁছায় এবং জামাতীয় কষ্টও পৌঁছেছিল এবং এই কষ্ট যতটা আঁ হযরত (সাঃ)এর উপর পতিত হয়েছিল ততটা কারো উপর বর্তায়নি। তবুও সর্ব প্রকারের কষ্টে তিনি (সাঃ) ধৈর্য্যের ও সমর্থনের যে নিদর্শন স্থাপন করেন বিশ্বে আর কারুর মধ্যে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই এটিই সেই উচ্চ মানের চরিত্র যা সমগ্র মুসলমান জাতির জন্য মহান আদর্শের প্রতীক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরও সত্য তওবা বা অনুশোচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন যে, এটিও তোমাদের উত্তীর্ণ এবং পরীক্ষাসমূহ হতে নিষ্কলুস বাহির হবার জন্য অতি আবশ্যকীয়। সুতরাং মোমিনের কর্ম হোল ব্যবহারিক চেষ্টার সাথে সাথে অনুশোচনার দিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করা, অর্থাৎ প্রত্যেক সংকটময় মুহূর্তে ও পরীক্ষার মুহূর্তে আল্লাহতাআলার দিকে নতমস্তক হয়ে নিজ দুর্বলতা প্রকাশ করে আবার সৎকর্মের মাধ্যমে স্বীয় সংশোধনের ধারা অব্যাহত রাখে। তিনি বলেন যে, যেভাবে এক মালী বা উদ্যানপালক বৃক্ষ রোপনের পর জলসেচন করে ও সেটিকে লালন পালন করে ঠিক সেভাবেই সৎকর্মশীলদের উচিৎ বিশ্বাসের চারাতে পুণ্য কর্মের জল দেওয়া, এটি যদি সে করে তাহলে এটিই মোমিনের উন্নতির মাধ্যম বলে বিবেচিত হবে। তিনি আরও বলেন যে, মানুষের কথায় বিচলিত হবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষ তো ওলীআল্লাহ্‌দের উপরও আপত্তি করে এসেছে যে তাদের অমুক দোয়া গৃহীত হয়নি বা অমুক কথা গৃহীত হয়নি। তিনি বলেন যে, এরূপ আপত্তিকারীগণ প্রকৃতপক্ষে ঐশী বিধিনিয়ম সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। একজন মোমিন তার জানা আছে যে আল্লাহতাআলা কখনও তার প্রার্থনাকে গ্রহণ করে নেন আবার কখনও তাকে খোদার কথা মেনে নিতে হয় এটিই তার বিধিনিয়ম। তিনি আমাদের উপদেশ দেন যে, তুমি ঐরূপ হয়ো না যারা নিয়মবিধিকে চূর্ণ করে থাকে। তিনি বলেন যে, মোমিনের জন্য সংকট এবং সমস্যা সর্বদা স্থায়ী থাকে না, আসে এবং গত হয়। সুতরাং ধৈর্য্য, দোয়া এবং নিজ কর্মমাধ্যমে আল্লাহতাআলার কৃপারাজিকে নিজের মধ্যে প্রবিষ্টকারীতে পরিণত হয়ে যাও এবং যখনই সংকটের সময় অতিবাহিত করো, যখনই সমস্যাবলী উপস্থিত হয় তখনই 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' পাঠকারীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।

বিগত দিনে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ -র পাশাপাশি দুটি হলে অগ্নি দহনের ফলে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে; বড়ই ভয়াবহ আগুন ছিল। এজন্য যখন বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেল এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রদান করেছে, কিছু তাদের মধ্যে আক্রোশ ও বিদ্বেষপূর্ণ লোকেরা বড়ই আনন্দ প্রদর্শন করেছে বরং এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে যে ওদের মাত্র দুটি হলই পুড়েছে, মসজিদ কেন দগ্ধ হলো না। এটি তো বর্তমান যুগের কতক মুসলমানদের অবস্থা, কিন্তু নিঃসন্দেহে সবাই এরূপ নয়। কয়েকটি স্থানের মুসলমানেদের পক্ষ হতে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। এই ঘটনাটি বিশ্বে জামাতের একটি বিরাট পরিচয় বহন করেছে। আমাদের দুঃখ তো হয়েছে এবং আমরা ধৈর্য্য প্রদর্শনও করেছি ইন্নালিল্লাহ-ও পাঠ করেছি পরন্তু আল্লাহতাআলা এই ক্ষতি ও পরীক্ষার মুহূর্তেও জামাতের পক্ষে মানুষদেরকে দন্ডায়মান করে বিশ্ববাসীকে বলে দিয়েছে যে আমরা এদের সাথে আছি। অগ্নিসংযোগের কারণটা কি তা তো পুলিশ এখনও স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। যাইহোক কারণ যাই হোক না কেন এই কথাটি আমাদের এখানে মসজিদের যারা সদস্য, আমলা আছেন, এবং ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতাগুলির দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করছে এবং তাদের অধিক পরিমাণে আসতাগফার বা অনুশোচনা করা উচিত। কিছু সংখ্যক মুসলমানের এই আচরণ যে তারা আনন্দ উদযাপন করছে ও সুবহানাল্লাহ পাঠ করছে। ঠিক আছে, আজ তারা সুবহানাল্লাহ বিদ্রুপের ছলে এবং আল্লাহতাআলার আত্মসম্ভ্রমকে প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে পাঠ করছে তো পাঠ করুক কিন্তু ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এর চাইতেও উন্নত মানের এবং সুন্দর পুনর্নির্মাণের দ্বারা আমরা প্রকৃত সুবহানাল্লাহ পাঠকারী হবো এবং তৎসঙ্গে মাশাআল্লাহও পাঠ করবো। আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি যে পরীক্ষা নেওয়া তো খোদাতাআলার সুন্নত। এখন এটিও জানা নেই যে কারণ কি ছিল এবং কিভাবে এসব কিছু সংঘটিত হলো। যদি এটি কোন ষড়যন্ত্র ও দুষ্টতা ছিল তো এ সমস্ত কারণে জামাতের উন্নতি কোনভাবেই স্থগিত হবে না, অবশ্যই ব্যবস্থাপকদের তাদের নিজস্ব দুর্বলতাগুলি দেখার এবং সেগুলির উপর বিবেচনা করার এবং এই ঘটনার প্রেক্ষীতে ভবিষ্যতে সতর্ককারী হওয়া প্রয়োজন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাবীর সাথে সাথেই তাঁর (আঃ)এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অগ্নিদাহনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, পরন্তু কি হচ্ছে এবং কি পরিণাম প্রকাশ পাচ্ছে। জামাতের উন্নতি আমাদের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এক প্রকার অগ্নি যা হোল প্রত্যক্ষ এবং দৃশ্যমান, কিন্তু অপরটি যা মানুষের হৃদয়ের হিংসা আক্রোশ ও বিদ্বেষের অগ্নিও বর্তমান। যদিও বাহ্যিকভাবে আমাদের মসজিদ হতে এক অংশকে অগ্নি দগ্ধ করেছে কিন্তু আমাদের এ ক্ষতি ইনশাআল্লাহ পূরণ হয়ে যাবে এবং ইনশাআল্লাহতাআলা আমরা আল্লাহতাআলার সুসংবাদগুলিতে অংশগ্রহণকারীও হয়ে যাব এবং এই ধৈর্য্য ও প্রার্থনা আমাদের আল্লাহতাআলার স্নিগ্ধতা ও তাঁর শীতল ছায়ার আবরণে আবদ্ধ করবে কিন্তু এই দৃশ্যমান অগ্নি হতেও বিরোধীদের হিংসার আগুনও প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, যেমনটি দৃশ্যমান অগ্নি যা আমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল তাও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বিরোধীদেরকে জ্বালাচ্ছে। এম.টি.এ পরিচালনা বিভাগের একটি অংশও এই মসজিদে বর্তমান বরং বেশ বড় অংশ এখানে বর্তমান। সেদিন 'রাহে হুদা' র সরাসরি অনুষ্ঠান হওয়ার ছিল, তো পরিচালনা বিভাগ এ সিদ্ধান্ত নিল যে. এ সময়ে

আমাদের পক্ষে স্টুডিও পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়, আর এও অবগত হওয়া যাচ্ছে না যে ওখানকার কি পরিস্থিতি এ মুহূর্তে, এ অবস্থায় যাওয়াও সম্ভব হবে না তাই আজ পূর্ব প্রসারিত অনুষ্ঠান বা রেকর্ডিং দেখানো যাক, সরাসরি অনুষ্ঠান করবো না। যখন আমি এ সম্পর্কে অবগত হলাম আমি বললাম যে মসজিদ ফজল হতে সরাসরি এ অনুষ্ঠান করা হোক। এতে স্তম্ভিত হবার কিছুই নেই। আর এরূপ সিদ্ধান্ত তাদের আমাকে না জানিয়ে নেওয়াও উচিৎ হয়নি। তাদের উচিৎ ছিল শীঘ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করা যে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচারের বিষয়ে কি করা যায়। এই সরাসরি অনুষ্ঠানটি যদি প্রসারিত না করা হোত তবে বিশ্বের সমস্ত আহমদীদের ও বিশ্ববাসীকে এ বার্তা দেওয়া হোত যে আমাদের সমস্ত গঠনপ্রণালী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে যা হয়নি। তাই আমাদের এ কাজ নয় যে, আমরা ক্ষতিতে বিষন্ন হয়ে বসে পড়ি অথবা নিজ স্থান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাই, সেখানে গিয়ে বরং যথাশীঘ্র কোন বিকল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিছু হওয়া দরকার ছিল বা করা উচিৎ ছিল, অবশিষ্টাংশটি খোদাতাআলার উপর ন্যস্ত করা উচিৎ।

তো যাইহোক, এ সমস্ত বিষয়ে কখনও আমাদের আতঙ্কবোধ হয়নি এবং হওয়া উচিৎও নয়। যদিও এই ঘটনাটি পরীক্ষাবিশেষ তবে আমাদের এ প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ এবং নিজ কর্ম মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, আল্লাহতাআলার নিকট নতমস্তক হয়ে প্রার্থনা করতে গিয়ে এই পরীক্ষা হতেও সফলতা লাভ করবো। এই ক্ষতি সেটি যেভাবেও সংঘটিত হয়েছে, কেউ পৌঁছিয়েছে, তা আমাদের অজ্ঞতাবশত হয়েছে বা অবহেলাবশত হয়েছে, অথবা দুর্ঘটনাবশত হয়ে থাকবে, যে অযুহাতই হোক না কেন সেটিকে আমরাই আল্লাহতাআলার কৃপার সহিত পুনরায় চমৎকার সুদৃশ্য আকারে প্রত্যর্পণ করবো। বর্তমানে এর জন্য জামাতের সম্মুখে আমার কোন পৃথক আবেদনের প্রয়োজন নাই, পরন্তু মানুষ কিছু বলা ব্যতীতই নিজ হতেই এর পুনর্নির্মাণের জন্য টাকা পাঠানো আরম্ভ করে দিয়েছে। বিশেষ করে বাচ্চারা এর জন্য চাঁদা একত্রিকরণ শুরু করে দিয়েছে যা ভাঁড়ে জমাকৃত ছিল তা দান করছে, সাত আট বছরের এক শিশু তার বাবাকে বলে যে, ঐ হলগুলিতে আমরা যেতাম, খেলতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম, অনুষ্ঠানও করতাম, তাহলে আমাদেরও এতে নিজ ভাগের চাঁদা দান করা উচিৎ, এটিকে পুনর্নির্মাণের ভাবনা একটি শিশুর মধ্যে জাগরিত আছে আর সে বলে তাই আমার নিকট যে জমাকৃত টাকা আছে আমি তা দিতে চাই, সে তার ভাঁড়টি তুলে নিয়ে আসে। সুতরাং জাতির শিশুরাও এরূপ অভিপ্রেত রাখলে তাদেরকে বিষন্ন করতে পারে না এটি সামান্য ক্ষতি বলা যেতে পারে।

এক ব্যক্তি লাইব্রেরীতে একান্তে কর্মরত ছিলেন, এবং তিনি জানতে পারেননি যে বাহিরে কি হয়েছে। আল্লাতাআলা তাঁকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়েছেন। তাঁর জন্য তো এটিই বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েক সেকেন্ডের বিলম্বে অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করে দিতে পারতো। যাইহোক আল্লাহতাআলা বড়ই কৃপা করেছেন। হুযুর (আইঃ) বলেন,- হিংসুকের হিংসা তো আরও বাড়তে থাকবে তার জন্য দোয়ার দিকে মনোযোগী হন। اللهم انا نجعلك فی نحورهم ونعوذبك من شرورهم এবং رب كل شیء خادمك رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی দোয়াটি পড়ুন এবং ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار দোয়াটি পড়া উচিৎ। যদি এই ঘটনাটি আমাদের অজ্ঞতাবশত: বা দুর্বলতার দরুন সংঘটিত হয়েছে তবে আসতাগফিরুল্লাহ বেশী বেশী করে পড়ার প্রয়োজন আছে। আল্লাহতাআলা পরবর্তীতেও আমাদের দায়িত্বাবলীকে সঠিকভাবে পালন করতে সাহায্য করুন, এবং ঐ সমস্ত দুর্বলতাগুলিকে দূরীভূত করুন কিন্তু যদি এটি পরীক্ষা ছিল তবে আল্লাহতাআলা আমাদিগকে এ হতেও সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে সাহায্য করুন, এবং তাঁর পুরস্কাররাজি পূর্ব হতে অধিক পরিমাণে দান করুন, এবং ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীলদের মধ্যে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাদের সুখবর দান করা হোত ও পূর্ব হতে অধিক উন্নতির দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যেন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর (আইঃ) দরবেশ মোকাররম চৌধুরী মাহমুদ আহমদ মোবাশ্বের সাহেব, সিরিয়া নিবাসী মোকাররম খালিদ সেলিম আব্বাস আবূ আল হাজী সাহেব, সিরিয়াতেই শহীদগ্রস্ত প্রয়াত এক আহমদী ভাইয়ের সৎচারিত্রিক গুণাবলী এবং জামাতীয় সেবার ও তাঁদের জানাজা গায়েব পড়ার ঘোষণা দেন।

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 02 October, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA